দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ......

03

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ

শনিবার থেকে চলছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। এ উদযাপনার প্রয়োজন আছে। আমরা যাবতীয় পশ্চাদপদতা কাটিয়ে দেশকে সুখ-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তোলায় ব্রতী হয়েছি। সোনার দেশ গড়তে হলে সবার আগে চাই সোনার মানুষ। শিক্ষার বিস্তারই পারে সে চাহিদা মেটাতে। সরকারের লক্ষ্য তাই দু'হাজার পাঁচ সালের মধ্যেই সকল মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। এ লক্ষ্য মেটাতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুততর বিস্তার আবশ্যক। আর প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে জনগণকে অবশ্যই এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ এই সচেতনতা সঞ্চারের মাধ্যম হিসাবে উদযাপিত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা যাবতীয় শিক্ষার বুনিয়াদও বটে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি হিসাবেও কাজ করে। সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার পাশাপাশি মানের দিক থেকেও এ শিক্ষাকে অর্থবহ করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। গণসচেতনতা ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার নয়। অপর পক্ষে আমরা এমনিতেই পিছিয়ে আছি। উন্নত প্রযুক্তির এ যুগে, বিশেষ করে আসন্ন নতুন শতাব্দীতে যে প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে তাতে টিকে থাকতে হলেও জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি আবশ্যক। কেবল শিক্ষাই পারে এই দক্ষতাগত চাহিদা মেটাতে। এদিক থেকেও প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুততর বিস্তার এবং মানোন্নয়ন অপরিহার্য। সপ্তাহব্যাপী উদযাপনা এ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা জাগাবে।

চলতি প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদযাপনা তাই প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার ঢাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গাছের চারা লাগিয়ে সপ্তাহব্যাপী উদযাপনা চালু করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার। এ উপলক্ষে ঢাকা এবং দেশের অন্যত্রও কিছু র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অবশ্যই নজর আকৃষ্ট করার জন্যে এসব আনুষ্ঠানিকতারও দাম আছে। তবে উদযাপনাকে যথার্থ অর্থে সার্থক করে তোলার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচারণা আরো জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে সকল শ্রেণীর মানুষের, বিশেষ করে সমাজের শিক্ষিত অংশের উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছেন। সকল শ্রেণীর, বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনার দায়িত্ব সমাজের স্বাভাবিক নেতৃত্ব তথা শিক্ষিত অংশকেই বহন করতে হবে। শিক্ষা সপ্তাহে তাই সরকারী আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এ দিকটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি।